15 DEC 2013

২০ : ৫

রাজধানীর স্কুলে স্কুলে আতংক পরীক্ষা আর নাও হতে পারে

মুশতাক আহমদ

ধারাবাহিক বৈরী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজধানীসহ দেশের বড় শহরগুলোতে বার্ষিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশ নেয়ার সুযোগ ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্কুল ২০ ডিসেম্বরের পর আর পরীক্ষা না নেয়ারও চিন্তাভাবনা করছে। এ অবস্থায় ওই সব প্রতিষ্ঠান শিশুদের বার্ষিক পরীক্ষা 'প্রত্যাহার' করে অটো প্রমোশনের কথা ভাবছে। বিপজ্জনক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্লাস-পরীক্ষার ব্যাপারেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। শুক্রবার দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা এবং শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের তার মধ্যে পড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুলিশি নিরাপত্তার দাবি উঠেছে। ইতিমধ্যে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এ ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনকে পত্র দিয়েছে।

আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসির প্রতিবাদে আজ দেশব্যাপী জামায়াতে ইসলামীর হরতাল। আর নিরপেক্ষ-নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিজয় দিবসের পরের দিন থেকে ছুটির দিনসহ ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা অবরোধ-অসহযোগের মতো কর্মসূচির সিদ্ধান্ত রয়েছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের। এ অবস্থায় ছুটির দিনগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার মাধ্যমে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করার যে প্রক্রিয়া ছিল, তাও বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে আর কোনও পরীক্ষা না নিয়েই শিক্ষার্থীদের নতুন ক্লাসে উন্নীত করার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে।

হরতাল-অবরোধের কারণে বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজধানীসহ দেশের বড় শহরগুলোর স্কুলে স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা নেয়া বিঘ্নিত হয়। ফলে ওই সব প্রতিষ্ঠান শিডিউল পরিবর্তন করে শুক্রবার পরীক্ষা নিচ্ছিল। কিন্তু শুক্রবারের সহিংস ঘটনায় বিশেষ করে রাজধানীর শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা রীতিমতো বিপদে পড়ে যান। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় চলমান সহিংস ঘটনার মধ্যে মতিঝিল-ফকিরেরপুল এলাকার ঘটনায় বেশি প্রভাব পড়ে। ওই এলাকায় মতিঝিল আইডিয়াল, মতিঝিল মডেল, মতিঝিল সরকারি বালক ও সরকারি বালিকাসহ বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় রয়েছে। কিছু দূরে বেইলি রোডে আরেক বড় প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নূন স্কুল। পার্শ্ববর্তী এলাকায় রয়েছে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল। অভিভাবকরা জানান, আইডিয়াল স্কুলে সকাল, দুপুর আর বিকাল— মোট তিন বেলার পরীক্ষা ছিল। ভিকারুননিসায় ছিল দুই বেলার পরীক্ষা। এভাবে অন্যান্য স্কুলে সকাল থেকে প্রায় সারাদিনই পরীক্ষা ছিল। কিন্তু দুপুরে জুমার নামাজের পর সহিংস পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা বিপাকে পড়ে যান। ওই সময়ে কেউ পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরছিলেন। আবার কেউ পরীক্ষার জন্য স্কুলমুখী ছিলেন। এ অবস্থায় অনেকেই অরাজকতার মধ্যে পড়েন। এ কারণে শনিবার পরীক্ষা থাকার পরও অনেকেই ব্যক্তিগত গাড়ি বের করেননি বলে জানা গেছে। বিভিন্ন স্কুল সূত্রে জানা গেছে, আজ অনেক স্কুলেই পরীক্ষার শিডিউল ছিল। কিন্তু হরতালের কারণে ওই পরীক্ষা স্থগিত করে শুক্রবার নেয়া হয়। ১৭ ডিসেম্বর থেকে সম্ভাব্য লাগাতার অবরোধের কারণে সে পরীক্ষা নেয়া যাবে কিনা— সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা সন্দিহান।

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের অধ্যক্ষ শাহানআরা বেগম যুগান্তরকে জানান, ১৭ ডিসেম্বর হরতাল থাকায় তা শুক্রবারে নেয়ার চিন্তাভাবনা করেছিলেন। কিন্তু ওইদিন যদি অবরোধ বা হরতাল থাকে,

আতংক : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৭

ধারাবাহিক বৈরী রাজনৈতিক পরিস্থিতি

আতংক : স্কুলে স্কুলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তাহলে তা নেবেন না। সব পরীক্ষা আগামী শুক্রবারের মধ্যে শেষ করতে না পারলে আর পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজিং কমিটিতে বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ থাকলে স্কুলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেও লাভ নেই। কেননা, বাসা থেকে স্কুলে যাতায়াতে সব বাচ্চাকে নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে আর পরীক্ষা না নেয়াই উত্তম।

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বলেন, শুক্রবারের ঘটনার পর তিনি নিরাপত্তা চেয়ে ওইদিনই রমনা থানায় চিঠি দিয়েছেন। একইভাবে তার অন্যান্য শাখা স্কুলের জন্যও তিনি পুলিশি নিরাপত্তা চাইবেন। তিনি বলেন, শনিবারও তার প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা হয়েছে। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত তিনি পরীক্ষা নেয়ার চেষ্টা করবেন। এর মধ্যে পরীক্ষা শেষ করতে না পারলে আর নেয়া সম্ভব হবে না।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শুক্রবার রাস্তায় গাড়ি পোড়ানোর কারণে ওইদিন পরীক্ষা দিতে বা ক্লাসে যাওয়া শিক্ষার্থীরা ভীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে, যা কাম্য নয়। তিনি বলেন, কোনও প্রতিষ্ঠান যদি সব পরীক্ষা নিতে না পারে, আর সেক্ষেত্রে তারা গৃহীত পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণী উত্তীর্ণের ব্যবস্থা করে, তাহলে তারা সে সিদ্ধান্তকে নিরুৎসাহিত করবেন না। আর কোনো স্কুল যদি একান্তই পরীক্ষা নিতে চায় এবং সে ক্ষেত্রে পুলিশি নিরাপত্তা চায়, তাহলে ব্যবস্থা করা হবে। এর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ পুলিশ বিভাগকে তারা অনুরোধ জানাবেন।